তফসিল

প্রথম অংশঃ ফৌজদারী মামলাসমূহ

১। দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ বা ৪২৬ বা ৪৪৭ মোতাবেক কোন অপরাধ সংঘটন করা, বে-আইনী জনসমাবেশ সাধারণ উদ্দেশ্যে হইলে এবং উক্ত বে-আইনী জনসমাবেশে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা দশের অধিক না হইলে দণ্ডবিধির ১৪৩ ও ১৪৭ ধারা, ১৪১ ধারা এর তৃতীয় বা চতুর্থ দফার সহিত পঠিতব্য।

২। দণ্ডবিধির ধারা ১৬০, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৮, ৫০৪, ৫০৬ (প্রথম অংশ), ৫০৮, ৫০৯ এবং ৫১০।

৩। দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু সংক্রান্ত হয় এবং গবাদিপশুর মূল্য অনধিক [1][৭৫ (পঁচাত্তর)] হাজার টাকা হয়।

৪। দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য অনধিক [2][৫০ (পঞ্চাশ)] হাজার টাকা হয়।

৫। দণ্ডবিধির ধারা ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭ ও ৪২০ যখন অপরাধ সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ অনধিক [3][৭৫ (পঁচাত্তর)] হাজার টাকা হয়।

৬। দণ্ডবিধির ধারা ৪২৭, যখন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য অনধিক [4][৭৫ (পঁচাত্তর)] হাজার টাকা হয়।

৭। দণ্ডবিধির ধারা ৪২৮ ও ৪২৯ যখন গবাদিপশুর মূল্য অনধিক [5][৭৫ (পঁচাত্তর)] হাজার টাকা হয়।

[1] "৭৫ (পঁচাত্তর)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (ক) (অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[2] "৫০ (পঞ্চাশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (ক) (আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[3] "৭৫ (পঁচাত্তর)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (ক) (অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[4] "৭৫ (পঁচাত্তর)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (ক) (অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[5] "৭৫ (পঁচাত্তর)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (ক) (অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[6][***]

৯। উপরিউক্ত যে কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা উহা সংঘটনের সহায়তা প্রদান।

---

[6] ক্রমিক নং ৮ গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (ক) (ই) ধারাবলে বিলুপ্ত।

দ্বিতীয় অংশঃ দেওয়ানী মামলাসমূহ

১।	কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা।	যখন দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক [৭][৭৫ (পঁচাত্তর)] হাজার টাকা হয়।
২।	কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা।	
৩।	স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা।	
৪।	কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা।	
৫।	গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা।	
৬।	কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।	

[৭] "৭৫ (পঁচাত্তর)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১৫ (খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।